বণিক বার্তা
06 JUL 2025

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের আশা

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের বড় প্রভাব পড়বে না পোশাক রফতানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর গত ২ এপ্রিল উচ্চহারে পারস্পরিক বা পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তা তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন তিনি, যার মেয়াদ ৯ জুলাই শেষ হবে। এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ ভিন্ন দেশের সঙ্গে দেশটির শুল্কহার নিয়ে দরকষাকষি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, আরোপ করা শুল্কহারের মাধ্যমে প্রতিযোগী দেশগুলো যদি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি না করতে পারে, তাহলে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না দেশের পোশাক রফতানিতে।

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক পণ্য রফতানিতে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এই হারে শুল্ক নিয়েও ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা ছিল ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অর্থমূল্য বিবেচনায় দেশটিতে মোট রফতানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক।

এ খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি। চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। ভিয়েতনামের ওপর ২০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা এসেছে। ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতকে খুব বেশি সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র দিতে চাইবে না বা ভারতও আদায় করতে পারবে না বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

পোশাক রফতানিকারকরা আরো বলছেন, ভূরাজনৈতিক এ প্রেক্ষাপট চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহারও বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা মনে করছেন পাল্টা শুল্ক আরোপের পরও বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের ওপর বড় প্রভাব পড়বে না। ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) সঙ্গে প্রথম সভার পর আশার বাণী শুনিয়েছেন পাল্টা শুল্ক নিয়ে দরকষাকষির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাণিজ্য উপদেষ্টাও।

পোশাক শিল্প মালিকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের প্রভাব কী হবে তা নির্ভর করছে প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তার ওপর। কারণ বাংলাদেশ মূলত কম দামের পোশাকপণ্য বেশি প্রস্তুত করে। ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে দেশটিতে ক্রয়াদেশ মূলত আসবে চীন থেকে। কারণ চীন বেশি দামের পোশাকপণ্য বেশি উৎপাদন করে। ফলে বাংলাদেশের সক্ষমতার যে ক্ষেত্র অর্থাৎ কম দামি পোশাক, সেগুলো হাতছাড়া হওয়ার প্রেক্ষাপট নেই। সমস্যা হবে যদি বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান থাকে।

ভিয়েতনাম ছাড়া বাকি তিনটি দেশ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি বাংলাদেশের কাছাকাছি হয়, তাহলে খুব বেশি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ভিয়েতনাম ও চীন থেকে স্থানান্তর হয়ে আসা ক্রয়াদেশের পর খুব বেশি জায়গা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ বিঘ্নিত হওয়ার সুযোগ থাকবে বলে ধারণা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা।

ভিয়েতনাম বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ নয় জানিয়ে পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এতেও বাংলাদেশী পোশাকের দাম হয়তো কমে যাবে, কিন্তু পরিমাণের প্রবৃদ্ধি খুব কমবে না বলে আশা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা। এখন ভারতের শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪ বা ৫ শতাংশ কম। পাকিস্তান সমান সমান আর চীনের শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। শুল্ক আরোপের পরও যদি এ অবস্থান অব্যাহত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবৃদ্ধিও অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্ক ১০০ শতাংশ আরোপ করা হলেও কিছু যায় আসবে না; যদি চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার বেশি বা কাছাকাছি থাকে। আমি বাংলাদেশের ওপর কত শুল্ক আরোপ হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে চিন্তিত না। চিন্তিত প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রে শুল্কহার কী বসতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে। বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি—চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। এর মধ্যে যেকোনো একটি দেশের ওপর বাংলাদেশের চেয়ে কম হারে শুল্ক আরোপ হলে সেটা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু তিনটি দেশের যদি বাংলাদেশের চেয়ে শুল্কহার কম হয় সেটা বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হতে পারে।'

ফজলে শামীম এহসান আরো বলেন, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হলেও চীন, ভারত ও পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকবে বাংলাদেশ। ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪-৫ শতাংশ কম হবে। পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার হবে বাংলাদেশের কাছাকাছি।'

পোশাক রফতানিকারকদের দাবি, পাকিস্তানের নিজস্ব তুলা আছে। আবার ভারতের আছে অভ্যন্তরীণ বাজার, সেটি অনেক বড়। এ কারণে রফতানির দিকে সেশটির নজর তুলনামূলক কম। কিন্তু সেশটির প্রায় সোয়া কোটি মানুষের জন্য পোশাক উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। সেশটি যদি দেখে বাংলাদেশের থেকে কম দামে কেনা যাবে, আর তারা শুল্ক সুবিধা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বাড়ানোর সুযোগ পাবে, তাহলে তারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য কিনে তা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবে। আবার সেশটি নিজেও পণ্য প্রস্তুত করবে, তবে সেগুলো বেশি দামের পণ্য। আর কম দামেরগুলো বাংলাদেশ থেকেই কিনিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবে। প্যারাটারিফ নিয়ে ট্রাম্পের বৈশ্বিক রাজনীতির প্রবণতা এমন পর্যায়ে গেছে যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া মুশকিল। কিন্তু আশার জায়গাটি হলো, ধারণা করা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে খুব বেশি সুবিধা দেবে না।

এদিকে পাল্টা শুল্ক নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি ইউএসটিআরের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে দরকষাকষি করতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সংস্থাটির সঙ্গে প্রথম সভা শেষে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট রাখা নিয়ে সংবেদনশীল।

প্রথম সভা নিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেটার কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করছি। আমি যুক্তরাষ্ট্রকে বলার চেষ্টা করেছি, তারা যেন আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইনকম্পিটেন্স তৈরি না করে। আমরা তাদের একটা কম্পিটিটিভ সোর্স। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে যদি আমাদের অপ্রতিযোগী করে দেয়, সেটা তাদের জন্য ভালো না, আমাদের জন্যও ভালো হবে না। দিনশেষে ভোক্তারাই উচ্চমূল্য পরিশোধ করবে। আমরা আমাদের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রস্তাব করেছি। তাদের ট্যারিফ কী হবে, সেটা তারা বিস্তারিত দেবে।'

উপদেষ্টা আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোর শুল্ক শূন্যের কাছাকাছি। হয় শূন্য, নয়তো শূন্যের কাছাকাছি। এর পরও তারা বেশকিছু প্রডাক্ট লাইনে আমাদের ওপর অতিরিক্ত কিছু শুল্ক ও সুবিধা চায়। তার পরও তারা শুল্ক আরোপ করবে। সেক্ষেত্রে আমরা যেন প্রতিযোগী থাকতে পারি, সে বিষয়ে তারা সংবেদনশীল। আশা করা যায়, একটা পজিটিভ কিছু হতে পারে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

দৈনিক বার্তা

06 JUL 2025

আমদানি-রফতানির শুল্ক জমা নিতে চালু হলো 'এ-চালান' সেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সরকারি কোষাগারে শুল্ক ও কর সরাসরি জমা দেয়ার জন্য 'এ-চালান' সিস্টেম চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ ব্যবস্থায় আমদানিকারক, রফতানিকারক ও তাদের মনোনীত সিঅ্যান্ডএফ (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং) এজেন্টরা ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে যেকোনো সময় শুল্ক-কর পরিশোধ করতে পারবেন। অর্থ বিভাগ ও এনবিআরের যৌথ উদ্যোগে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুতেই এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এনবিআর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, এ সিস্টেমের মাধ্যমে এনবিআরের কাস্টমস সিস্টেম অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এবং অর্থ বিভাগের আইবিএস++ প্লাটফর্মের মধ্যে সফল প্রযুক্তিগত সংযুক্তি (ইন্টিগ্রেশন) সম্পন্ন হয়েছে। ফলে অফলাইন বা অনলাইনে করদাতারা নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি সরকারি কোষাগারে অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন, যা তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি তহবিলে জমা হবে। ফলে রাজস্ব খাতে সরকারের তাৎক্ষণিক ব্যয় সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

আগে আরটিজিএস পদ্ধতির মাধ্যমে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে শুল্ক-কর জমা দিলেও তা কোষাগারে পৌঁছাতে কয়েকদিন সময় লাগত। ফলে সরকারের আর্থিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হতো। নতুন ব্যবস্থায় সেই বিলম্ব দূর হবে।

'এ-চালান' সিস্টেমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, উপায়, রকেট, এমক্যাশ, ট্রাস্টপে ইত্যাদি মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট করা যাবে। পাশাপাশি দেশের ৬১টি ব্যাংকের ১১ হাজার ৭০০ শাখা থেকে চেক ক্লিয়ারিং বা অ্যাকাউন্ট ডেবিটের মাধ্যমেও শুল্ক-কর জমা দেয়া যাবে। পরিশোধ শেষে সিস্টেম জেনারেট করা রসিদ নম্বর দিয়েই বন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাস করা যাবে।

বণিক বার্তা

06 JUL 2025

বিসিআইয়ের কর্মশালায় বক্তারা

হালাল পণ্যের বাজারে দেশের অংশ ৮৪৩ মিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্বজুড়ে হালাল পণ্যের বাজার ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের, যা প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশাল এ বাজারে বাংলাদেশ রফতানি করছে মাত্র ৮৪৩ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, যার বেশির ভাগই কৃষিভিত্তিক।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) আয়োজনে 'হালাল পণ্যের বাজার, হালাল পণ্য উৎপাদনে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং হালাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ পদ্ধতি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। রাজধানীর বিসিআই কার্যালয়ে গতকাল আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান। বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরীর (পারভেজ) সভাপতিত্বে কর্মশালায় আলোচক ও প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের (বিসিসি) সাবেক পরিচালক মো. খালেদ আবু নাছের, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উপপরিচালক এসএম আবু সাঈদ এবং সহকারী পরিচালক মোছা. রেবেকা সুলতানা। বিসিআইয়ের মহাসচিব ড. মো. হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাতের ২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, 'হালাল পণ্যের বাজার বিশ্বব্যাপী দ্রুতবর্ধনশীল একটি খাত। শুধু মুসলিম নয়, অমুসলিম ভোক্তারাও স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার কারণে হালাল পণ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এটি শুধু খাদ্য নয় বরং প্রসাধনী, ওষুধ, পোশাক, পর্যটনসহ বহু খাতে বিস্তৃত।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এ বাজারে বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু পরিকল্পিত উদ্যোগ, মানসম্পন্ন উৎপাদন ও সঠিক বিপণনের মাধ্যমে আমরা এ বিশ্ববাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিতে পারি।' হালাল পণ্য বাংলাদেশের পরবর্তী রফতানিযোগ্য সোনালি খাত হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন মো. ওবায়দুর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে হালাল পণ্য খাদ্যপণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের নিত্যব্যবহার্য সব পণ্য হালাল হতে পারে যেমন পোশাক, কলম, চশমা ইত্যাদি।'

বিশ্বে হালাল পণ্যের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'যেখানে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে হালাল পণ্যের বাজার ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের, যা প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ হালাল পণ্য রফতানি করছে মাত্র ৮৪৩ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলারের, যার বেশির ভাগই কৃষিভিত্তিক পণ্য।'

বণিক তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

প্রথম আলো

06 JUL 2025

হালাল পণ্য হতে পারে বড় রপ্তানি খাত

হালাল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের অমুসলিম ভোক্তারাও স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার কারণে হালাল পণ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ফলে হালাল পণ্য হতে পারে বাংলাদেশের পরবর্তী রপ্তানিযোগ্য সোনালি খাত। গতকাল শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে হালাল পণ্যের বাজার ও সনদ নেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় এসব কথা বলেন শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। বিভিন্ন খাতের ২২ জন প্রতিনিধি নিয়ে কর্মশালাটি আয়োজন করে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)। অনুষ্ঠানে বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে হালাল পণ্য শুধু খাদ্য উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পোশাক, কলম, চশমাসহ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সব পণ্য হালাল হতে পারে। ফলে এ খাতে আমাদের বড় রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে।' কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের (বিসিসি) সাবেক পরিচালক মো. খালেদ আবু নাছের, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) হালাল সার্টিফিকেশন বিভাগের উপপরিচালক এস এম আবু সাঈদ ও সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) বিভাগের সহকারী পরিচালক মোছা. রেবেকা সুলতানা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা।

শুল্ক নিয়ে ১২ দেশকে চিঠি দিচ্ছেন ট্রাম্প

পণ্যবাণিজ্য

শুল্ক নিয়ে আলোচনার সময়সীমা শেষ হচ্ছে ৯ জুলাই। এদিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈঠক হতে পারে।

- চিঠিগুলো কোন কোন দেশ পাচ্ছে, তা জানাননি ট্রাম্প।
- সোমবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো হবে চিঠিগুলো।
- নতুন করে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পাল্টা শুল্ক আরোপ ঠেকাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে জোর কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু দেশ আলোচনায় এগিয়েছে। কিছু দেশের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত শুল্কের পরিমাণ উল্লেখ করে ১২ দেশকে চিঠি দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চিঠিগুলোয় সই করেছেন। আগামীকাল সোমবার সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো হবে। তবে কোন কোন দেশ চিঠি পাচ্ছে, তা উল্লেখ করেননি ট্রাম্প। আগামীকাল বিষয়টি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুল্ক নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বাণিজ্য উপদেষ্টা গত শুক্রবার প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, আগামী বুধবার ৯ জুলাই মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দফায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠক থেকে শুল্ক নিয়ে ভালো ফল পাওয়ার আশা করছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য রয়েছে, এমন দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ শতাংশ ভিত্তি শুল্ক আরোপ করেন তিনি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-ঘাটতির কথা উল্লেখ করে অনেক দেশের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বিশ্ববাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ৯ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমঝোতার লক্ষ্যে ৯০ দিনের জন্য পাল্টা শুল্ক স্থগিত করেন ট্রাম্প। ৯ জুলাই সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে।

শুল্ক নিয়ে ট্রাম্পের চিঠি

রয়টার্স জানায়, গত শুক্রবার ওয়াশিংটন থেকে নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের উদ্দেশে রওনা দেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ারফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের কাছে চিঠির বিষয়টি জানান তিনি। এদিন শুল্ক নিয়ে প্রথম ধাপে বিভিন্ন দেশকে চিঠি দেওয়া হবে বলে আগে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে পরে তারিখ পরিবর্তন করে সোমবার করা হয়।

নতুন এই শুল্ক ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। শুল্ক নিয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কিছু চিঠিতে সই করেছি। সেগুলো সোমবার পাঠানো হবে। হয়তো ১২টি চিঠি।' চিঠির মাধ্যমে দেশগুলোকে ১০ বা ২০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৬০ বা ৭০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানানো হবে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প যে ৬০ বা ৭০ শতাংশ শুল্কের কথা বলেছেন, তা ২ এপ্রিল ঘোষণা করা পাল্টা শুল্কের সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে বেশি। এ থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনেক দেশের আলোচনা আশানুরূপ অগ্রগতি পায়নি। যেমন জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যে এ সপ্তাহেই চৌকিওর ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য আলোচনাও 'জটিল' পর্যায়ে রয়েছে বলে শুক্রবার সিএনএনকে জানিয়েছিলেন ইইউর একজন কূটনীতিক। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, চুক্তি নিয়ে আলোচনা ৯ জুলাইয়ের আগে শেষ না-ও হতে পারে। আর শুক্রবার ইউরোপীয় কমিশনের বাণিজ্য মুখপাত্র ওলফ গিল সিএনএনকে বলেন, আলোচনা খুবই স্পর্শকাতর পর্যায়ে রয়েছে।

শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নই নয়, ভারতসহ অনেক দেশই এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি। তাই চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময়সীমা বাড়তে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেছেন, ৯ জুলাইয়ের সময়সীমা 'গুরুত্বপূর্ণ' নয়। আর সংবাদমাধ্যম ফক্স বিজনেসের সঙ্গে আলাপচারিতায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের 'শ্রমিক দিবস'-এর আগেই বাণিজ্য চুক্তির পাট চুকিয়ে নেওয়া হবে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর দেশটিতে শ্রমিক দিবস পালন করা হবে।

আলোচনার জন্য ট্রাম্পের ৯০ দিনের সময়সীমা ফুরিয়ে এলেও এখন পর্যন্ত শুধু যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পেরেছে যুক্তরাষ্ট্র। মে মাসে করা ওই চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে।

ভিয়েতনামের সঙ্গেও যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি হয়েছে, তা এ সপ্তাহে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে ওই চুক্তিতে সই হয়েছে কি না, জানা যায়নি। এপ্রিলে ভিয়েতনাম থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৪৬ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের কথা বলেছিলেন তিনি। বর্তমানে তা কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।

প্রথম আলো
06 JUL 2025

CamScanner

সমকাল

06 JUL 2025

আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক কার্যকর হবে না

■ মেসবাহুল হক

বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাস

বেশ কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়নি। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যাতে আরোপ না হয়, তার জন্য সম্ভাব্য এ চুক্তির বিষয়ে দর-কষাকষি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। ৯ জুলাইয়ের মধ্যে সবকিছু চূড়ান্ত করে চুক্তি করা না গেলেও ঢাকার ওপর বাড়তি শুল্ক কার্যকর না করার আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন। গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বৈঠকে এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সব দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের ওপর তিন মাসের স্থগিতাদেশ শেষ হচ্ছে ৯ জুলাই।

ইউএসটিআরের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানসহ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। সভায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

গত ২ এপ্রিল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বিভিন্ন দেশের ওপর 'পাল্টা শুল্ক' আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাংলাদেশের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ঘোষণা করা হয় ৩৭ শতাংশ। তবে ৯ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট। যদিও সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শুল্ক ইস্যুতে চুক্তির খসড়া নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে বাজেটে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে ইউএসটিআরের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে চুক্তির খসড়া নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক কার্যকর করা হবে না। এ ছাড়া বৈঠকে ইউএসটিআর আশ্বাস দিয়েছে যে ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে না বাংলাদেশ।

বৈঠকে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে কোন কোন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা চায়, তার একটি তালিকা দেবে। তবে গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ সংক্রান্ত তালিকা পায়নি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সূত্র জানায়, তালিকা হাতে পেলে সেটি সরকারের অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করে তা সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। ৯ অথবা ১০ জুলাই শুল্ক চুক্তি নিয়ে ইউএসটিআরের সঙ্গে আরও একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

সমকাল

06 JUL 2025

কর্মশালায় তথ্য

খাদ্যের বাইরেও হালাল পণ্যের বড় বাজার

■ সমকাল প্রতিবেদক

খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের বাইরেও বিশ্বে হালাল পণ্যের বড় বাজার রয়েছে। তৈরি পোশাকের চেয়ে হালাল পণ্যের বাজার প্রায় দ্বিগুণ। মুসলিমপ্রধান দেশের বাইরেও এ ধরনের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশ যথাযথ উদ্যোগ নিলে হালাল পণ্যের রপ্তানি অনেক বাড়াতে পারে। গতকাল শনিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) আয়োজনে হালাল পণ্যের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা এমন তথ্য দেন। বিসিআই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যা জানিয়েছে।

তেজগাঁওয়ে বাণিজ্য সংগঠনটির কার্যালয়ে বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরীর (পারভেজ) সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান।

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, এখন আর হালাল পণ্য খাদ্যপণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিত্যব্যবহার্য অনেক পণ্য যেমন– পোশাক, কলম, চশমা ইত্যাদি হালাল হতে পারে। হালাল পণ্যের চাহিদা বিশ্বে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার যেখানে ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার, সেখানে হালাল পণ্যের বাজার ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার।

সমকাল

06 JUL 2025

তুলা আমদানিতে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার চান উদ্যোক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) দ্রুত প্রত্যাহার চেয়েছেন বস্ত্র ও পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে যখন তুলা আমদানি বাড়ানোর চাপ রয়েছে, তখন এ ধরনের সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বস্ত্র খাত, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, টেরিটাওয়েল, হোমটেক্সটাইলসহ সমজাতীয় সব পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বিপন্ন হবে। এর প্রভাব পড়বে ব্যাংক-বীমা খাতেও।

তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ এআইটি আরোপ এবং দেশীয় টেক্সটাইল মিলে উৎপাদিত সুতার ওপর কেজিপ্রতি ৫ টাকা ভ্যাট আরোপের নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরতে বস্ত্রকলের মালিকদের সংগঠন বিটিএমএ গতকাল শনিবার রাজধানীর গুলশান ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আগামীকাল সোমবারের মধ্যে এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি অমল পোদ্দার, টেরিটাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিটিএলএমইএ) সভাপতি হোসেন মেহমুদ, বাংলাদেশ কটন অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএ) সভাপতি মোস্তাফা আইয়ুব প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, এবারের বাজেটে তুলা আমদানির ওপর ২ শতাংশ এআইটি আরোপ করা হয়, যা গত ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। অন্যদিকে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের জন্য সুতা উৎপাদনে কেজিতে ৫ টাকা ভ্যাট আরোপ করা হয় ২ জুন বাজেট পেশের দিন। ওই দিন থেকে নতুন এ হার কার্যকর হয়। আগে ৩ টাকা হারে ভ্যাট আরোপ ছিল। তৈরি পোশাকশিল্পের নিট পণ্যের সুতা ও বস্ত্রের প্রায় শতভাগ জোগান দেয় বিটিএমএ সদস্যরা। ওভেন খাতে এ পরিমাণ ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। এ ছাড়া

সরকার কি ভারতের শিল্প রক্ষায় কাজ করছে– প্রশ্ন বিটিএমএ সভাপতির

দেশীয় চাহিদার প্রায় শতভাগ জোগান দেওয়া হয়। এ কারণে বস্ত্রশিল্পের সমস্যা রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প এবং স্থানীয় বস্ত্রশিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিটিএমএর তথ্যানুযায়ী, সংগঠনের সদস্যদের ১ হাজার ৮৫৮টি সুতাকল, উইভিং ও ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং বস্ত্রকল রয়েছে। এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩ বিলিয়ন ডলার।

বিটিএমএ সভাপতি গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ করে বলেন, 'অনেকবার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। তবে আজকের বিষয়টি ভীতিকর এবং ভয়াবহ।' নিজের কারখানার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ডেনিম তৈরিতে নিজের স্পিনিং কারখানা থেকে সুতা নিতে ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। অথচ ভারত থেকে আনতে কিছুই লাগে না। দামেও কম। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তাহলে কি সরকার ভারতের শিল্প রক্ষায় এবং সে দেশের কর্মসংস্থানে কাজ করছে?

শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কারণে দেশের কর্মসংস্থান, বিদেশি মুদ্রা আহরণের প্রধান উৎসে কোন ধরনের প্রভাব পড়বে তা ভেবে দেখুন। কারখানা বন্ধ হওয়ার এই প্রক্রিয়া অর্থনীতির জন্য ভালো নয়।' তিনি বলেন, 'আগে শিল্প বাঁচান, তারপর উন্নয়ন প্রকল্প বা অন্য কিছু করেন।' তাঁর আশা, এ সংবাদ সম্মেলনের পর সরকার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং আগামীকাল সোমবার প্রথম কর্মদিবসেই তুলা আমদানিতে এআইটি এবং ৫ টাকা ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেবে।

বিটিটিএলএমইএর সভাপতি বলেন, 'তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ এআইটি আরোপে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারসাম্যের বিষয়টি হয়তো সরকার হিসাব করেনি। সেখান থেকে তুলা আমদানি বাড়ানোর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রতিশ্রুতি সরকার এখন কীভাবে বাস্তবায়ন করবে?

বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর বন্দর থেকে তুলা ছাড় করছেন না শিল্প মালিকরা। সমস্যা সমাধানে বিটিএমএ এবং তৈরি পোশাক খাতের সংগঠনগুলোসহ সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সরকারকে পরামর্শ দেন তিনি।

কটন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, দেশে জনপ্রতি বছরে তুলার চাহিদা দুই কেজি। চাহিদার পুরোটাই আমদানি করতে হয়। পোশাক রপ্তানিতে তুলার বড় একটা চাহিদা তো আছেই। এ রকম একটি কাঁচামাল আমদানিতে ২ শতাংশ এআইটি আরোপের আগে এর পরিণাম ভেবে দেখেনি সরকার। বস্ত্রকল বন্ধ হলে তৈরি পোশাক বন্ধ হতে ছয় মাসের বেশি সময় লাগবে না। এর প্রভাবে ব্যাংক-বীমা বন্ধ হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসবে। তিনি বলেন, বস্ত্র ও পোশাক খাতে প্রতিবেশী একটি দেশের আগ্রাসী নীতির বিপরীতে সরকার আত্মঘাতী নীতি নিচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিটিএমএর পরিচালক মো. খোরশেদ আলম, আবদুল্লাহ আল মামুন, রাজিব হায়দার, সালেহউজ্জামান খান প্রমুখ।

সমকাল

06 JUL 2025

পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ

- গ্রীষ্মকালীন চাষে জোর ৫০ টন বীজ বিনামূল্যে বিতরণ
- কৃষকের হাতে সময়মতো যাচ্ছে উন্নতমানের বীজ

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এরই অংশ হিসেবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের মাঝে ৫০ টন উন্নত মানের পেঁয়াজ বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে ডিএপি ও এমওপি সার।

এবার আগেভাগেই কৃষকের হাতে বীজ তুলে দেওয়ায় চাষাবাদে বিলম্ব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, তিনটি বীজ আমদানিকারক কোম্পানির মাধ্যমে আনা এসব বীজ ইতোমধ্যে দেশের ৩৭টি উপজেলায় বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ১৩ উপজেলায়ও দ্রুত সময়ের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে। সব বীজ দেশে পৌঁছেছে। কাইমস ছাড়পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সরাসরি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবছর নিত্যপণ্যের বাজারে পেঁয়াজ নিয়ে ওঠে বেশ আলোচনা। দাম বৃদ্ধি ও প্রণোদনার পেঁয়াজের বীজে অনিয়মের অভিযোগ থাকে প্রায়ই। গত বছরও প্রণোদনার পেঁয়াজে চারা না গজানোর ঘটনা ঘটেছিল। তবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা উন্নত বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়, যা বাম্পার ফলনের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে। চলতি বছরও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে গ্রীষ্মকালীন চাষে প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. ছাইফুল আলম বলেন, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় একাধিক উদ্যোগ নিয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে– বীজ সরবরাহ বাড়ানো, চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, হিমাগার নির্মাণ, বাজার ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন এবং গ্রীষ্মকালীন উৎপাদনে গবেষণা জোরদার। কৃষক এবার সঠিক সময়ে পেঁয়াজের বীজ হাতে পেয়েছেন। এতে বীজ নিয়ে হাহাকার কিংবা কোনো অনিয়মের আশঙ্কা নেই। উৎপাদিত পেঁয়াজ সঠিকভাবে সংরক্ষণে সারাদেশে চার হাজার এয়ার-ফ্লো মেশিন বসানো হচ্ছে।

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্ট্রাপ্রেনারশিপ রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশের (পার্টনার) প্রকল্পের কর্মসূচি সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, আগামী ১৫ জুলাই থেকে পেঁয়াজের বীজতলা তৈরি শুরু হবে এবং সেপ্টেম্বর নাগাদ ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. হাফিজুল হক খান জানান, গ্রীষ্মকালীন চাষ বাড়াতে পারলে দেশে পেঁয়াজের চাহিদার বড় একটি অংশ জোগান দেওয়া সম্ভব। তখন বাজারে দামও তুলনামূলক বেশি থাকে, ফলে কৃষক লাভবান হবেন।

CamScanner

The Daily Star

06 JUL 2025

Bangladesh to import over 1m tonnes of fertilisers from Morocco

STAR BUSINESS DESK

Bangladesh has signed an agreement with Moroccan company OCP Nutrigroup to import 6.30 lakh tonnes of Triple Super Phosphate (TSP) and 4.8 lakh tonnes of Diammonium Phosphate (DAP) fertilisers from Morocco in the financial year 2025-26.

Md Ruhul Amin Khan, chairman of the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), and a representative of the Moroccan company OCP Nutrigroup signed an agreement in this regard in Casablanca recently, according to a press release.

This initiative is part of BADC's continued efforts to ensure the availability of high-quality non-urea fertilisers in support of safe and sustainable agricultural production across the country.

The corporation imports such fertilisers under state-level agreements with various nations.

Officials from the Ministry of Agriculture, along with representatives from both countries, were also present at the signing ceremony.

Md Ruhul Amin Khan, chairman of Bangladesh Agricultural Development Corporation, and a representative of the Moroccan company OCP Nutrigroup signed the agreement in Casablanca recently. PHOTO: BADC

The Financial Express

06 JUL 2025

Russia seeks BD approval to export ready-to-eat meat

Bangladesh reviewing the proposal amid local industry concerns

FE REPORT

- Meat imports currently restricted under BD's trade policy
- Bangladesh exports meat to UAE, Kuwait, Maldives
- Govt launches disease-free livestock zoning project

The Russian Federation has expressed interest in exporting ready-to-eat meat to Bangladesh with standard veterinary certification, according to official sources.

The Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of Russia (Rosselkhoznadzor) recently sent a proposal to Bangladesh's Ministry of Foreign Affairs, seeking approval to supply such processed meat products.

The foreign ministry has forwarded the proposal to the Ministry of Fisheries and Livestock for necessary action, while the Ministry of Commerce is also reviewing it for further scrutiny.

Although Bangladesh is currently self-sufficient in meat production, domestic prices remain high despite a sevenfold increase in output over the past 15 years.

Rosselkhoznadzor initiated the process to gain market access for Russian meat products in Bangladesh due to growing interest from Russian exporters. The Russian agency had previously contacted the government in November 2024 with a similar request, but no decision was taken at that time.

In its latest proposal, Rosselkhoznadzor suggested using the standard veterinary certificate model, which it issues for meat and meat products from domestic and wild animals exported from Russia. The agency also assured the Ministry of Fisheries and Livestock of its full cooperation in the matter.

However, an official from the Department of Livestock Services said the government is carefully reviewing the proposal, citing concerns over potential risks to local meat producers.

"We are scrutinising the issue, as allowing meat imports could directly affect domestic meat production and potentially lead to farm closures," the official said. "There is also a biosecurity risk associated with meat imports."

Although such imports are currently listed under Bangladesh's prohibited items in its import policy order, local traders can import meat products if they obtain prior approval from relevant government agencies.

Meanwhile, Bangladesh itself exports meat to several international markets, including the United Arab Emirates, Kuwait, and the Maldives.

The government has also launched a disease-free zoning project aimed at eradicating foot-and-mouth disease and peste des petits ruminants from local livestock to boost biosecurity and export prospects.

rezamumu@gmail.com

শিল্প ঋণ সেল
ঢাকা।
বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক

CamScanner

The Financial Express

06 JUL 2025

Free Trade Zone to be set up in Ctg

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM July 05: The government is considering developing a Free Trade Zone (FTZ) on 400 acres of land near southern part of the Karnaphuli Tunnel in Anwara upazila in the port city.

According to experts, the establishment of FTZ is believed to be a game changer in the country's economy.

Foreign companies can set up factories here and take their products abroad. They will be free from bureaucratic red tape in Bangladesh and can utilize the labour force of Bangladesh. This zone provides a win-win deal for both investors and Bangladesh.

Sources said the interim government has announced plans to establish a FTZ in the country, aligning with the growing global trend of trade liberalisation and investment facilitation.

Following the decision of the government, Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) on April 21 formed a national committee to conduct a feasibility study on it.

On May 8, Chairman of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Executive Chairman of BEZA Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun visited the potential site for the FTZ at Anwara upazila in Chattogram.

He said that the site has initially been chosen due to its proximity to both the port and the airport, which makes it logistically strategic.

nazimuddinshyamol@gmail.com

CamScanner

The Financial Express

06 JUL 2025

Textile mills push for withdrawal of AIT on cotton imports

FE REPORT

Leaders of the country's primary textile mills demanded immediate withdrawal of recently imposed 2.0 per cent advanced income tax (AIT) on cotton imports to avert factory closures.

They also urged the interim government to maintain the 15 per cent corporate tax until 2028 and exempt the specific tax of Tk 5 per kg at the production stage on cotton yarn, synthetic and other types of fibers.

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) leaders placed the demands at an emergency press conference held at Gulshan Club in the city on Saturday.

BTMA President Showkat Aziz Russell, who has both textile and fabric mills, said the additional costs will force him to import yarn from India instead of sourcing from his own mill.

"Textile industry is at risk and no mills can survive under such a policy," he said, urging the government to immediately reconsider and reverse the tax and VAT decisions.

"If not, the consequences will be irreparable," he warned, posing question as to whether the government is taking such policy to protect the interest of neighbouring country.

The new tax, coupled with additional VAT burdens, wage hikes and reduced export incentives, comes at a time when mills are passing through a critical time amid a severe gas and electricity crisis, BTMA vice president Saleudh Zaman said.

"If the government does not reverse this decision by Monday (July 07), it will backfire and cotton would remain stuck at Chattogram port," he warned.

The tax, applicable on the import of raw materials such as cotton and man-made fibres, is technically adjustable, he said, adding that in reality, there is no incident of getting back the money once it enters the government's account.

Factory will be closed down due to liquidity crisis, he said, alleging that such measures have taken to cripple the spinning mills.

Echoing the same concern, BTMA director Abdullah Al Mamun said, "Neighbouring countries are offering their industries incentives while Bangladesh is putting pressure on its industries."

He said about 90 per cent of mill owners are looking to sell their factories in the present scenario.

Hossain Mehmood, chairman of Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association (BTTLMEA), said 90 per cent of their members use local yarn and that the impacts of AIT and the rise in corporate tax would be severe.

He expressed doubts about whether cotton imports could be increased under the new US tariff regimes while the 2.0 percent AIT remains in place.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) vice president Amal Podder and Bangladesh Cotton Association adviser Mohammad Ayub also spoke.

munni_fe@yahoo.com

CamScanner